আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪ জানুয়ারি ২০০৬

বচ্চনের ছবিতে সল্টলেকের অর্ণব

'ফ্যামিলি'তে তিন-তিনটি গান গাইছেন তিনি। কলকাতার অর্ণব চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন নিবেদিতা দে।

পত্রিকা: রাজকুমার সন্তোষীর 'ফ্যামিলি'তে তো আপনি গাইছেন...

অর্ণব: হ্যাঁ...ছবিতে তিনটে গান আছে আমার। 'কতরা কতরা', 'জনম জনম' 'কুইক বাইট'।

পত্রিকা: কী ভাবে হল যোগাযোগটা?

অর্ণব: আসলে এর আগে 'খাকি'-তে একটা গান গেয়েছিলাম। 'ওয়াদা রাহা প্যায়ার সে প্যায়ার কা'... খুব হিট করেছিল। 'জি সিনে অ্যাওয়ার্ড'-এ মোট পাঁচটা গানের মধ্যে 'ওয়াদা রাহা' নমিনেটেডও হয়। ফলে প্রথম প্লে-ব্যাক, তাতেই নমিনেশন...চোখে পড়ে যাই মোটামুটি (হাসি)।

পত্রিকা: 'খাকি'-ই তার মানে আপনার প্রথম ব্রেক?

অর্ণব: হ্যাঁ...মোটামুটি।

পত্রিকা: বার বার 'মোটামুটি' বলছেন কেন?

অর্ণব: কারণ, 'খাকি'র আগেও 'ইয়ে ক্যায়া হো রহা হ্যায়' ছবিতে শঙ্কর মহাদেবণের সঙ্গে কাজ করেছি, জাভেদ আখতারের লেখা গানে। একেবারে চলেনি। আমার গানও শোনেনি কেউ...তা ছাড়া কলকাতা থেকে মুম্বই আসার পর জিঙ্গলও গেয়েছি প্রচুর। সেগুলোও কেউ জানতে পারেনি...তাই বুঝতে পারছি না কোনটা প্রথম বলব।

পত্রিকা: পর পরই বলুন...

অর্ণব: কলকাতার ছেলে। থাকতাম সল্টলেকের করুণাময়ী বাসস্টপের কাছে, সি কে ব্লকে। পড়তাম জয়পুরিয়া কলেজে। বি কম।

পত্রিকা: স্কুল?

অর্ণব: অ্যাসেম্বলি অফ গডচার্চ।

পত্রিকা: গান শিখতেন না কোনও স্কুলে?

অর্ণব: না।

পত্রিকা: বাড়ির কেউ...

অর্ণব: তাও না। বাবার অটোমোবাইলের ব্যবসা...আসলে ছোটবেলা থেকে ভীষণই গান শুনতাম।

পত্রিকা: (নীরব)

অর্ণব: প্রথম প্রথম কলেজের 'ফেস্ট'-এ, তার পর গাইতাম পাড়ার ফাংশনে। সি কে, সি এল ব্লকের পুজোয়ও গেয়েছি। আস্তে আস্তে পাড়া থেকে বেরিয়ে বেপাড়া...লাবণী, বিদ্যাসাগরের পুজোয়...

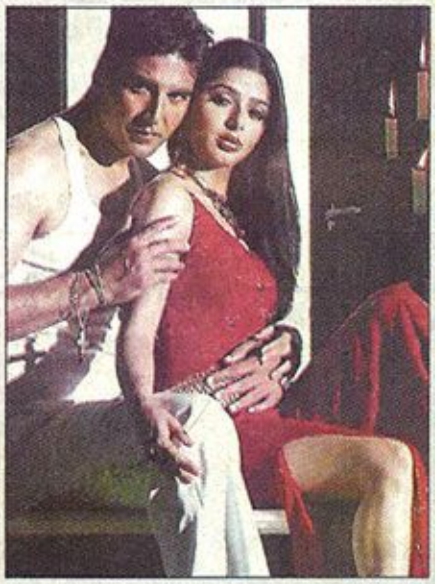

অর্ণবের গাওয়া 'কতরা কতরা' গানের একটি দৃশ্য।

পত্রিকা: তার পর?

অর্ণব: কলকাতা থেকে বেরিয়ে বর্ধমান, নৈহাটি...এর পর মনে হল বেরিয়েই যখন পড়েছি, তখন মুম্বই যাই...

পত্রিকা: এত সহজে হয়ে গেল পুরো ব্যাপারটা!

অর্ণব: শুনতে সহজ লাগলেও কাজটা খুব সহজ নয় কিন্তু। ৫ জুলাই ১৯৯৯-এ মুম্বই এলাম...আর ২০০৫-এ প্রথম ব্রেক... বুঝতেই পারছেন...

পত্রিকা: আরেকটু শুনি...

অর্ণব: প্রথমে তো কাউকেই চিনি না... আলাপ হল 'মেহবুব স্টুডিও'র রেকর্ডিস্ট অভিনন্দন ঠাকুরের সঙ্গে। বাঙালি ভদ্রলোক। অনেক কথা বললেন। এর পর নানা মানুষের কাছে গিয়ে তদ্বির...লাইট মিউজিকের ওপর একটা ডিপ্লোমা কোর্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করলাম। অচ্যুত ঠাকুর ছিলেন গুরু। রাণু মুখোপাধ্যায়ের স্বামী গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কাছেও কিছুদিন গান শিখলাম...সব কিছুই একসঙ্গে চলছিল।

পত্রিকা: কিন্তু মুম্বইতে তো এখন প্রীতম চক্রবর্তী, শান্তনু মৈত্র—বাঙালি মিউজিক ডিরেক্টর...তাঁরা কোনওভাবে সাহায্য করেননি?

অর্ণব: শান্তনুদা দারুণ হেল্প করেছেন। ইনফ্যাক্ট, 'এম টি ভি'-র একটা কম্পিটিশনে আমি নাম দিই। ওখানে জাজ ছিলেন জাভেদ আখতার। জাভেদজিই আমাকে শান্তনুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ওঁর হাত ধরেই বলতে গেলে বিজ্ঞাপনের নানা রকম জিঙ্গল গাওয়ার সুযোগ পাই।

পত্রিকা: এটা কি 'পরিণীতা'র আগে?

অর্ণব: হ্যাঁ।

পত্রিকা: 'পরিণীতা'র জন্য আপনার সঙ্গে ওঁর কোনও কথা হয়নি সেই সময়? উনিই তো সুর দিয়েছেন...

অর্ণব: এগুলো আসলে ভাগ্যের ব্যাপার। ওঁদের হয়তো তখন আগে থেকেই সোনু নিগমকে নেওয়ার কথা হয়ে গেছিল। বললাম না ভাগ্য...আমি যখন 'খাকি'তে সুযোগ পাই, তখন রাজ সম্পদ জীবনে প্রথম মিউজিক করছেন। আমিও নতুন। তো উনি আমাকে নিয়ে রিস্কটা নিতে পেরেছেন। আমার গান রেকর্ড করে উনিই রাজকুমার সন্তোষীকে শুনিয়ে বলেছেন, 'নতুন ছেলে, কলকাতা থেকে এসেছে, দেখুন না...'। 'খাকি'র গান হিট হতেই রাজ সম্পদ, রাজকুমার সন্তোষী দু'জনেই আমার কথা দ্বিতীয়বার ভেবেছেন 'ফ্যামিলি'র জন্য।

পত্রিকা: তার মানে বাবুল, সুপ্রিয়, রাঘবের পর আরেক বাঙালি...

অর্ণব: প্লিজ...বলবেন না। কত সিনিয়র ওঁরা...কত আগে এসেছেন। কোনও তুলনাই হয় না।

পত্রিকা: এখন মুম্বইয়ে গানের জগতে তো অনেকেই বাঙালি। অভিজিৎ,বাবুল সুপ্রিয়, রাঘব, শান... কুমার শানু তো ছিলেনই। মেয়েদের মধ্যে শ্রেয়া ঘোষাল, মধুশ্রী, শাশ্বতী বটব্যাল...সুরকারদের মধ্যে প্রীতম চক্রবর্তী, শান্তনু চক্রবর্তী...

অর্ণব: দারুণ ব্যাপার না?

পত্রিকা: আপনিই বলুন...

অর্ণব: সত্যিই ভাল লাগে। সবার সঙ্গে যদিও আলাপ হয়নি।

পত্রিকা: আপনার প্রিয় গায়ক-গায়িকা কারা?

অর্ণব: ব্রায়ন অ্যাডমস, মহম্মদ রফি, মেহেদি হাসান, লতা, আশা, গীতা দত্ত...

পত্রিকা: আপনি বিয়ে করেছেন?

অর্ণব: (হাসি) দু'বছর হল।

পত্রিকা: মুম্বইতেই আলাপ?

অর্ণব: না। ক্লাসমেট। ক্লাস ওয়ান থেকে একসঙ্গে পড়তাম। কলকাতায়।

পত্রিকা: স্ত্রী-র নাম?

অর্ণব: মহুয়া।